গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অডিট শাখা
www.tmed.gov.bd

নং-৫৭.০০.০০০০.১৪২.১৬.৬১.১৯-২০৯

তারিখ: ২৭ কার্তিক, ১৪২৬ ব:
১২ নভেম্বর, ১৯খ্রি:

বিষয় : বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম উপজেলাধীন নুন্দহ ফাজিল মাদ্রাসার বর্তমান উপাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান এর বিধি বর্হিভূত নিয়োগের বিষয়ে টিএমইডি কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে গৃহিত ব্যবস্থার প্রমাণকসহ বাস্তবায়ন রিপোর্ট প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : ১. টিএমইডি এর স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.১৪২.১৬.৩৭.১৯-১৫৪, তারিখ: ০৮.০৯.২০১৯ খ্রি:
২. ডিএমই এর স্মারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০১০.০৬.০০১.১৮.৩০৯, তারিখ: ২২.০৯.২০১৯ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম উপজেলাধীন নুন্দহ ফাজিল মাদ্রাসার বর্তমান উপাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমানের উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ অবৈধ এবং তিনি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে সীমাহীন দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা ও আর্থিক জালিয়াতি করা সংক্রান্ত উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে ডিজি, ডিএমই হতে ১০ দফা মতামত পাওয়া গেছে।

০২. TMED হতে চাহিত তথ্য (সূত্রোস্থ ১ নং সূত্র) এবং এ বিষয়ে ডিজি, ডিএমই এর মতামত নিম্নরূপ ছকে উপস্থাপন করা হলো:

ক্রমিক নং	TMED এর চাহিত জিজ্ঞাসা	TMED এর জিজ্ঞাসার আলোকে ডিএমই এর মতামত	TMED এর নির্দেশনা
ক)	নুন্দহ ফাযিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত একই শিক্ষাবর্ষে ফাজিল এবং বিএসএস অনার্স ডিগ্রী অর্জন সংক্রান্ত অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে প্রমাণিত কিনা?	তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী অভিযোগ প্রমাণিত।	অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিধি-বিধান অনুয়ায়ী শাস্তি আরোপের জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
খ)	অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে থাকলে এ বিষয়ে আইনানুগ শাস্তির বিধান কি?	যেহেতু অভিযোগ প্রমাণিত সেহেতু উপাধ্যক্ষ পদে জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমানের নিয়োগ অবৈধ ও বিধি বর্হিভূত। নিয়োগ অবৈধ ও বিধি বহির্ভূত হওয়ায় তাঁকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা যেতে পারে।	যথাযথ বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক চাকুরি থেকে বরখাস্ত নিশ্চিতক্রমে TMED-কে অবহিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
গ)	প্রভাষক এবং উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগকালীন কোন তথ্য জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান কর্তৃত্ব গোপন করা হয়েছিল কিনা?	তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তথ্য গোপন করা হয়েছিল।	তথ্য গোপন করায় উপযুক্ত শাস্তি আরোপের জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
ঘ)	জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক কোন তথ্য গোপন করা হয়ে থাকলে তা কি এবং উক্ত কার্যক্রম কোন অপরাধের আওতাভুক্ত কিনা?	জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগকালে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত এ তথ্যটি গোপন করেছিলেন। প্রকৃত তথ্য গোপন করে মিথা তথ্য দিয়ে উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ গ্রহণ করা অবৈধ ও বিধি বহির্ভূত বলে গণ্য এবং এটি অপরাধ।	যথাযথ বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক চাকুরি থেকে বরখাস্ত নিশ্চিতক্রমে TMED-কে অবহিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
ঙ)	উক্ত কার্যক্রম (তথ্য গোপন) অপরাধের আওতাভুক্ত হলে শাস্তির বিধান কি?	তথ্য গোপনের অপরাধে তাঁ বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজু করা যেতে পারে।	যথাযথ বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক তার (জনাব মোস্তাফিজুর রহমান) বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা নিশ্চিতক্রমে টিএমইডি-কে অবহিতির জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
চ)	জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ লাভের জন্য আরবী প্রভাষক পদে অভিজ্ঞতা না থাকার অভিযোগ সর্বোতভাবে প্রমাণিত কিনা?	প্রভাষক (আরবী) পদে জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমানের কোন অভিজ্ঞতা নেই এ বিষয়টি সর্বোতভাবে প্রমাণিত।	প্রমাণিত অপরাধের কারণে যথাযথ আইন-বিধির আলোকে প্রয়োজনীয় শাস্তি আরোপ নিশ্চিতক্রমে TMED-কে অবহিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
ছ)	উক্ত অভিযোগটি নিরংকুশভাবে প্রমাণিত হয়ে থাকলে এ অপরাধের জন্য আরোপযোগ্য শাস্তির বিধান কি এবং তা প্রয়োগের পদ্ধতি কি ?	মিথ্যা তথ্য দিয়ে উপাধ্যক্ষ পদে চাকুরী গ্রহণ করার অপরাধে তাঁকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা যেতে পারে।	যথাযথ বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক চাকুরি থেকে বরখাস্ত নিশ্চিতক্রমে TMED-কে অবহিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।

চলমান পাতা/০২

ক্রমিক নং	TMED কর্তৃক চাহিত জিজ্ঞাসা	TMED এর জিজ্ঞাসার আলোকে ডিএমই এর মতামত	TMED এর নির্দেশনা
জ)	জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান এর উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগকালে উক্ত মাদ্রাসার প্রধান হিসেবে দায়িত্বে কে ছিলেন এবং নিয়োগ কমিটিতে কে কে ছিলেন?	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান এর উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগকালে উক্ত মাদ্রাসার প্রধান নিয়োগ ও নিয়োগ কমিটি নিম্নরূপ: ১. জনাব জেড আই এস মোস্তফা আলী (সভাপতি, নুন্দহ ফাজিল মাদ্রাসা), মাননীয় সংসদ সদস্য, বগুড়া-৪। ২. অধ্যাপক ড. মো: আনোয়ার হোসেন (ডিসি মহোদয়ের প্রতিনিধি), ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া। ৩. প্রফেসর এ,কে,এম ছালামত উল্লাহ (ডিজি মহোদয়ের প্রতিনিধি), অধ্যক্ষ, সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া। ৪. মাও. মো: আবদুর রহমান, বিদ্যোৎসাহী সদস্য, গভর্নিং বডি, নুন্দহ ফাজিল মাদ্রাসা, বগুড়া। ৫. মাও. মো: ইদ্রীস আলী (সদস্য সচিব), অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), নুন্দহ ফাজিল মাদ্রাসা, বগুড়া।	যথাযথ বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক দায়ি ব্যক্তির উপর শাস্তি আরোপ নিশ্চিতক্রমে TMED-কে অবহিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
ঝ)	উক্ত নিয়োগকালে প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং নিয়োগ কমিটি এ নিয়োগের জন্য কতটুকু দায়ী এবং এ বিষয়ে করণীয় কি?	প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং নিয়োগ কমিটি এ নিয়োগের বিষয়ে দায়ী প্রতীয়মান হয়। নিয়োগকালে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব মাও. মো: ইদ্রীস আলী, সহকারী অধ্যাপক, আরবী কে কারণ দর্শানো যেতে পারে। নিয়োগকালের কমিটি বর্তমানে কার্যকর নেই মর্মে জানা যায়।	প্রস্তাব অনুযায়ী প্রয়োজনয়ি ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে TMED-কে অবহিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
ঞ)	সার্বিক বিবেচনায় জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান এর বিরুদ্ধে বর্তমানে কি করণীয় (আইন বিধি উল্লেখপূর্বক সুনির্দিষ্ট প্রমাণসহ)	যেহেতু জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো সকল প্রতিবেদনে প্রমাণিত সেহেতু তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করা যেতে পারে এবং উপাধ্যক্ষ পদে থাকাকালীন সময় তাঁর সমুদয় বেতন ভাতাদি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া যেতে পারে।	প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে TMED-কে অবহিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।

০৩. এমতাবস্থায়, উপরে বর্ণিত (TMED এর নির্দেশনা কলামে বর্ণিত) নির্দেশনা কলামের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে গৃহিত ব্যবস্থার প্রমাণকসহ বাস্তবায়ন রিপোর্ট (Compliance Report) আগামী ০২.১২.২০১৯ খ্রি: তারিখের মধ্যে TMED-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য মহোদয়কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। **বিষয়টি অতীব জরুরী**

(নূরজাহান বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
ফোন : ৯৫৭৫২৭২

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিপ্তর
নিউ ইস্কাটন গার্ডেন রোড
রমনা, ঢাকা।

নং-৫৭.০০.০০০০.১৪২.১৬.৬১.১৯-২০৯

তারিখ: ২৭ কার্তিক, ১৪২৬ ব:
১২ নভেম্বর, ১৯খ্রি:

অনুলিপি (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো):

০১. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
০২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৩. সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৪. সভাপতি, নুন্দহ ফাজিল মাদ্রাসা, উপজেলা-নন্দীগ্রাম, জেলা-বগুড়া।
০৫. অতি:সচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৬. উপসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৭-০৮. অফিস কপি/ মাষ্টার কপি।

১২.১১.১৯
(নূরজাহান বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)